এক আইনজীবীসহ চার জনের বিরুদ্ধে সাবেক মেয়রের মামলা

এক আইনজীবীসহ চারজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও মানহানির অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ মতু।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে তিনি এ মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিচারক সদর থানাকে এফআইআর এর নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আসামীরা হলেনে আইনজীবী অ্যাড. মিজানুর রহমান, কসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু ও পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠন

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ, গত ২৫ বছর ধরে মেয়রসহ বিভিন্ন পদে জন প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে নানা দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দায়িত্ব পালন করেছি।

দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে এক শ্রেণির লোক তাকে নানা উপায়ে হয়রানি করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

গত ২ জুন সকাল ১১টার দিকে জেলা জজ আদালত থেকে ফেরার পথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌছালে স্টেডিয়াম পাড়ার মোঃ শাহাবুদ্দীনের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান (৩৮), কসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু ও পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠন পথরোধ করে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে ফ্যাসিস্ট সরকারের মদদদাতা ও জামাত নেতা তারিক হত্যা মামলায় আসামি বানিয়ে মৃত্যুদণ্ড দাবি করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

পরে গত ৬ জুলাই সকালে শহরের বিভিন্ন স্থানে মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর বিকৃত ছবি ব্যবহার করে অপমানজনক পোস্টার সাঁটানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। সিসি ফুটেজে কয়েকজনকে পোস্টার সাঁটাতে দেখা যায় এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে ১নং আসামি মিজানুর রহমান মিজানের নির্দেশে কাজ করেছে।

মেহেরপুরে দুর্গোৎসবের ঢেউ:

অতীতের আলো, বর্তমানের

আশ্বাস

পঁচাত্তর বছরেরও আগে, মেহেরপুরের গ্রামের মাঠে, কলার খুঁটির ছায়ায় গড়া হত দুর্গামণ্ডপ। প্রতিমা তখন মাটির নয়নজুড়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বিশ্বাসের দীপ্তি ছিল অপার। ধানের খেত থেকে ফিরে আসা কৃষকেরা যেমন হাতে মাটির ঢেলা নিয়ে দেবীর সামনে দাঁড়াতেন, তেমনি সন্ধ্যার আলোয় গ্রামের শিশুরা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকত রঙিন কাগজের ঝালর আর মাটির প্রদীপে।

কালের পরিক্রমায়, সেই মণ্ডপে এখন উঠে এসেছে থার্মোকল-তুলির বাহার, বৈদ্যুতিক আলো আর ডিজিটাল ঢাকের শব্দ। তবে, রয়ে গেছে একটি অদৃশ্য সুতো যা ধর্মকে ছাপিয়ে মানুষে মানুষে মিলনের উৎসবে পরিণত করেছে দুর্গাপূজাকে।

চলতি বছর, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় (সদর, গাংনী ও মুজিবনগর) মিলিয়ে ৪৩টি দুর্গাপূজার মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মণ্ডপগুলোর প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে কোথাও রঙতুলির শেষ আঁচড়, কোথাও লাইটিংয়ের পরীক্ষামূলক চালনা।

শহর থেকে গ্রাম সবখানেই যেন দেবী পূজাকে ঘিরে ছুটে চলেছে উৎসবের বাতাস। হালদারপাড়া, ভবেরপাড়া, আনন্দবাস, দারিয়াপুর, ভবানীপুর প্রতিটি জায়গাতেই আলাদা আবহ, আলাদা আয়োজন। তবে এক জায়গায় সবার মিল, ভক্তি আর সম্প্রীতির মেলবন্ধন।

পূজাকে ঘিরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে জোরদার পদক্ষেপ। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে আইনশৃঙ্খলা কমিটির বিশেষ সভা, যাতে অংশ নিয়েছেন জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তারা, পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। সভায় নিশ্চিত করা হয় প্রতিটি মণ্ডপে নিরাপত্তা দিতে থাকবে আনসার সদস্য, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিজিবির সহায়তা।

যা ইতোমধ্যে গত বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে।

স্থানীয় রাজনীতিকদের মধ্যে বেশ ক’জন ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন। মণ্ডপ উদ্বোধন, দান বা শুভেচ্ছা জানানোর ঘটনা একাধিক। যদিও সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অর্থায়নের তথ্য মেলেনি, তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহানুভূতি ও উপস্থিতি সমাজে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। এবারই প্রথম পূজোর একটি উল্লেখযোগ্য দিক রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে একযোগে অংশগ্রহণ।

জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব অশোক চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, দলের চেয়ে বড় উৎসব, ধর্মের চেয়ে বড় মিলন। এখানে আসলে সবাই এক, আমরা শুধু দেবী দুর্গার আশীর্বাদ চাই সব মানুষের মঙ্গল হোক। তবে, আশার পাশে ছিলো কিছু চ্যালেঞ্জও। শহর এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও অতিরিক্ত ভিড় সামলানো এক সমস্যা, আবার গ্রামাঞ্চলে রয়েছে প্রতিমা পরিবহন ও বাজেট সংকট। যা প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সব ধরণের সহায়তা করছে।

মেহেরপুর জেলা কালি মন্দিরের পুরোহিত তপন বন্দোপাধ্যায় বলেন পূজা মানে শুধু ধর্ম নয়, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর সামাজিক বন্ধন। যত দিন যাচ্ছে, ততই অর্থসঙ্কটে পূজার মহিমা হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। যদিও এবার সে সমস্যা নাই। প্রতিমার চোখে এখনো দেখা যায় এক ধরনের শান্ত বিশ্বাস যেন সব কিছুর পরেও, মানবতা ও শুভবোধের জয় হবেই। ঢাকের তালে তালে, সিঁদুরের উজ্জ্বলতায়, সন্ধ্যার আরতিতে, আজও জেগে থাকে সেই চিরচেনা মেহেরপুর যেখানে উৎসব মানেই একসঙ্গে থাকা, ভেদাভেদের দেয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া।

গৃহবধূ পল্লবী সাহা বলছেন, পুজো মানেই নতুন শাড়ি, সিঁদুর, মিষ্টি, আর নতুন আলপনার ছোঁয়া। সন্তানদের খুশি করতেই এখন একটু হিসেব করে চলতে হয়। তবুও উৎসব থেমে থাকে না। কারণ পুজো তো শুধু কেনাকাটা নয়, এ এক আবেগ, এক ঐতিহ্য।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন প্রতিটি মণ্ডপে থাকবে পুলিশ, আনসার, গ্রাম পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক। ট্রাফিক ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও মণ্ডপে স্থাপন করা হয়েছে সিসি ক্যামেরা, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে যানজট নিরসনে কাজ করছে অতিরিক্ত ফোর্স।

জেলা প্রশাসক মো. আবদুল সালাম বলেন, উৎসব যেন নির্বিঘ্নে,

শান্তিপূর্ণভাবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিয়েছি। দেবীর দশভুজায় যেন স্থান পায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা, যেন তাঁর অস্ত্র শুধু মহিষাসুর নয় বিভেদের কালো ছায়াকেও নির্মূল করে এমনটাই প্রত্যাশা আমাদের।

মেহেরপুরের মন্দির পরিদর্শন করলেন ইউএনও খায়রুল ইসলাম

শারদীয় দুর্গা উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি পিরোজপুর, বারাদী ও আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন মন্দির ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শনকালে তিনি মন্দিরের নিরাপত্তা জোরদারে সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ সার্বিক বিষয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। নির্বাহী অফিসার বলেন, শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে কমিউনিটি ক্লিনিকে ফ্যান, চেয়ার ও ওষুধ বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থায়নে কমিউনিটি ক্লিনিকে ফ্যান, চেয়ার ও ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত থেকে ৪টি ফ্যান, ৪টি চেয়ার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবির।

এসময় সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী, ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম, কালু মিয়া, ওহিদুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, ইস্কান্দার ইকবাল বিপ্লবসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ মাঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিপুল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান প্রমিলা প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এ খেলায় মানবিক শাখা ও বিএনসিসি-রোভারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

ম্যাচের উদ্বোধন করেন, কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, কাজী আশরাফুল আলম, আব্দুল হামিদ, মিরাজ উদ্দিন ও ইকরামুল হাসান লোটাসসহ অনেকে। ম্যাচ পরিচালনা করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক আলমগীর হোসেন।

খেলা শেষে অংশগ্রহণকারী ফুটবলারদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ডেকে আনেন তাকে উদ্ধার করতে। স্থানীয় লোকজন নদের পানিতে সাড়ে ৬ ঘন্টা খুজেও উদ্ধার করতে পারেনি। উদ্ধার অভিযান এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত চলতে দেখা যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৫২তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় উপজেলা স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি আয়োজনে উপজেলা পরিষদের খেলার মাঠে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২ দিনব্যাপী ৫টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

২ দিনব্যাপী ৫টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা হলেন, বালক ফুটবল খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বালিকা ফুটবল খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বালক হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বালিকা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান

অধিকার করেন মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

ছোট বালক দাবা খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন রবিউল হক রিজভী, জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বাগোয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ছোট বালিকা দাবা খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ফারিহা তাসনিম, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আফিফা খাতুন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

বড় বালক দাবা খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন নাফিজ ইমতিয়াজ, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আকিব ফুয়াদ, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বড় বালিকা দাবা খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সামিয়া আফরিন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন শহিদুল ইসলাম, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আশরাফুল আলম, মানিকনগর ডি. এম. আমিনিয়া আরাবি মাদ্রাসা। ২০০ মিটার মুক্ত সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন সালমান শাহরিয়ার, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মামুন হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ছোট বালিকা মুক্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন মনিরা খাতুন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন জান্নাতুল খাদিজা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন জান্নাতুল খাদিজা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মনিকা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

বালিকা বুক সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন জান্নাতুল খাদিজা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মনিকা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। বালিকা প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন নুসরাত জাহান তিথি, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন লাবিবা খাতুন, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর।

বড় বালিকা মুক্ত সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন রাজিয়া খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন

মেরিনা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। বড় বালিকা চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন মেরিনা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন রাজিয়া খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

বড় বালিকা প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন মিতালী খাতুন, মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সুরাইয়া আক্তার, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

কাবাডি বালক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কাবাডি বালিকা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

মুক্ত সাঁতার ছোট বালক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আশিকুর রহমান, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ইখলাস শেখ, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর।

বালক প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন লিয়ন হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন লিজল হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বালক বুক সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন আশিকুর রহমান, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ইয়াসিন আরাফাত, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বালক চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন ইয়াসিন আরাফাত, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন জিহাদ আলী, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর। বড় বালক মুক্ত সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন আশরাফুল ইসলাম, মানিকনগর ডি. এম. আমিনিয়া আরাবি মাদ্রাসা, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সাদিকুল ইসলাম, আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি।

বড় বালক প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন শহিদুল ইসলাম, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আশরাফুল ইসলাম, মানিকনগর ডি. এম. আমিনিয়া আরাবি মাদ্রাসা।

বড় বালক ১০০ মিটার বুক সাঁতার প্রতিযোগিতায়ও প্রথম স্থান অধিকার করে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]